বৈদেশিক কর্মসংস্থান আর আমাদের সচেতনতা

ড. মোঃ নূরন্নল ইসলাম
পরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

বৈদেশিক কর্মসংস্থান আর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এখন পারস্পরিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রবাহিত। ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হওয়া অভিবাসনের এ যাত্রায় বাংলাদেশ ৪০ বছর পেরিয়ে গেছে। সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাড়িয়েছে এ ক্ষেত্রটি। বাংলাাদেশী প্রবাসী আর অভিবাসী কর্মী মিলে এ সংখ্যা এখন প্রায় ১ কোটি। ১৬৫টি দেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে বাংলাদেশী কর্মীরা। গত বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালেএ সংখ্যা ছিল ৭,৫৭,৭৩১ জন। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭,৩৬,৪৬১ জন কর্মসংস্থান লাভ করেছে এবং বছর শেষেতা ১০ লক্ষ হতে যাচ্ছে, যা হবে সর্বকালের রেকর্ড।

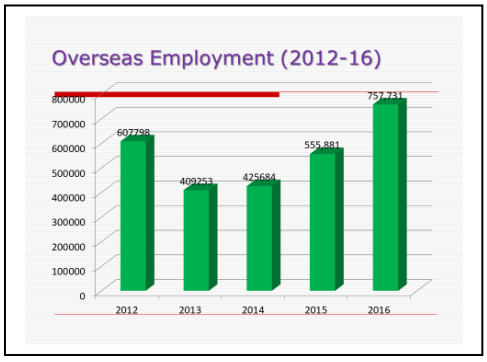

প্রতিবছর বাংলাদেশের যুব শ্রম শক্তিতে যোগ হচ্ছে প্রায় ২২ লক্ষ নতুন মুখ। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) সেক্টরে প্রতি বছর কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার এক লক্ষের ও কম। অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) সেক্টরে নিয়োগ এবং আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে ৩-৪ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়। নিয়মিত বিদেশে ১০ লক্ষ কর্মীর কর্মস্থাননের মাধ্যমে মোট যুবশক্তির নিয়োগের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। যুব সমাজের কর্মসংস্থানের অভাবে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি বা যুব সমাজের মধ্যে হতাশা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অন্যতম সুফল হলো "রেমিটেন্স"। বিদেশে অবস্থিত প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত বৈদেশিক মূদ্রায় দেশের বিজার্ভ সমৃদ্ধ হচ্ছে,আমদানী ব্যয় মিটানো হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়,তা হলো অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের জীবনমান উন্নত হচ্ছে, ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে আর দারিদ্রের অবসান হচ্ছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে,তাই সুষ্ঠুভাবে বিদেশে চাকুরীলাভ করা এবং যথাযথভাবে সার্থক অভিবাসন সম্পন্ন করে দেশের ফিরে আসার ওপর নির্ভর করে তার আর্থিক উন্নতি।

এ জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক অভিবাসী কর্মীর সচেতনতা, সঠিক ভাবে খোজখবর নিয়ে বিদেশ যাওয়া এবং অভিবাসনের লাভক্ষতি হিসেব কষে সিদ্ধান্ত নেয়া ।

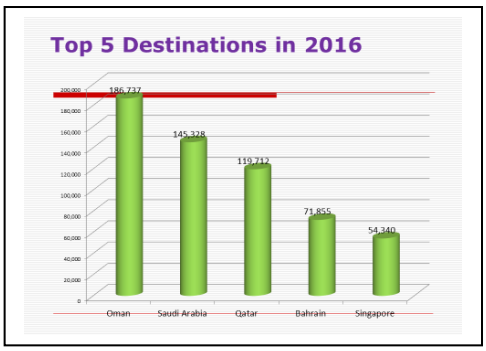

গতানুগতিক দেশগুলোর পাশাপশি নতুন বেশ কিছু দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মীরা এ সকল দেশেও যাবারজন্য আগ্রহী হতে পারেন । বিগত ৪০ বছর ধরে যে সব দেশ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নিয়োগ করছে তাতে দেখা যায় যে ১৬৫টি গন্তব্য দেশ হলেও মাত্র ৯টি দেশে মোট জনশক্তির ৯২% চাকুরী লাভ করে থাকে । যার মধ্যে রয়েছে সৌদীআরব, ওমান, কাতার, সংযুক্ত আরবআমিরাত, রাহরাইন, কুয়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও জর্ডান ।

বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগে মাত্র ৪২% দক্ষ, আর বাকীরা হয় আধাদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ; যাদের অভিবাসন ব্যয়ও অনেক বেশী হয়ে থাকে । দক্ষকর্মী যেমন দেশের সম্পদ, বিদেশেও তাদের চাহিদা বেশী ।

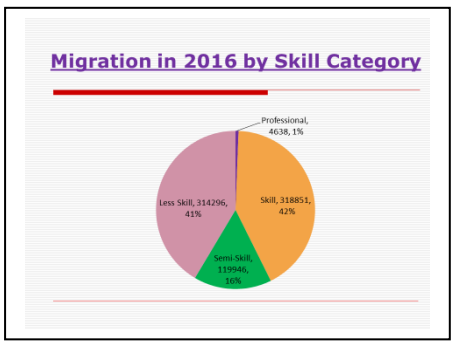

তাদের অভিবাসন ব্যয় অনেক কম পক্ষান্তরে বেতন মান বেশী, কর্ম পরিবেশও হয় উন্নত । সরকার বিশেষতঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো দক্ষকর্মী প্রস্তুতের জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছে । অধিকহারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ । এখন প্রয়োজন অভিবাসন প্রত্যাশীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি । যেনতেন প্রকারে বিদেশে যাবার তীব্র আকাঙ্খা মানুষকে বিভ্রান্তকরে, ভুল পথে নিয়ে যায় আর ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয়; পাশাপাশি দেশও ক্ষতিগ্রস্ত । কোনও সুবিধাজনক ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যাবার প্রস্তুতি নিলে তার অভিবাসন সার্থক ও অর্থ আয় অনেক বেশী হতে পারে । মুক্ত থাকতে পারে প্রতারণার ফাঁদ আর বিবিধ সমস্যা থেকে ।

নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । এর অনেক সার্থকতাও অর্জিত হয়েছে । নতুন গন্তব্যের মধ্যে যোগ হয়েছে বেলারুশ, পালাউ, পোল্যান্ড, সুইডেন, পাপুয়ানিউগিনি, সিশেলস, আলজেরিয়া, দক্ষিণআফ্রিকা, কঙ্গো, সুদান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, রাশিয়া, শ্রীলংকা, এন্ডোরা, ভানুয়াতু, স্লোভেনিয়া, সেন্টকিটস এন্ড নেভিস । বর্তমানে ৫২টি দেশে শ্রমবাজার জরীপ করে দক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান চাহিদা নিরূপনের কাজ করছে জনশক্তি ব্যুরো ।

কিছু দেশ যেমন সুদান, কেনিয়া ইত্যাদি থেকে মজার তথ্য পাওয়া গেছে । সেখানে জমি লিজ নিয়ে চাষ করে প্রচুর আয় করা যায় । এ সুযোগ বাংলাদেশীদের জন্য খুবই অর্থবহ হতে পারে । মধ্যপ্রাচ্যের দেশে অনেকেই বেশ অর্থ ব্যয় করে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে গমন করছে । অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় তুলে আনা কষ্টকর হয়ে পড়ে ।

অথচ এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়াও আরও বাংলাদেশী কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ আর সাহসী পদক্ষেপ।

সঠিকভাবে অভিবাসন সম্পন্ন করার জন্য এখন বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন : নাম রেজিষ্ট্রেশন করা, ফিঙ্গাঁরপ্রিন্ট প্রদান ও স্মার্ট কার্ড গ্রহণ, এ সকল সেবা জেলা পর্যায়ের অফিসে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নারী কর্মীদের গৃহস্থালী কাজে গমনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ এখন দেশের ৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নেয়া যায়, আর বিদেশ যাবার জন্য প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ ৬২টি কেন্দ্রে বিকেন্দ্রী করণ করা হয়েছে। এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণে অভিবাসন প্রত্যাশী মানুষের অর্থ, সময় ও ভ্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হয়েছে। সবচেয়ে বেশী কমেছে হয়রানী। অনেক সেবার জন্যই এখন আর ঢাকায় আসতে হয় না। এ জন্য প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ কর্মী ও তার সাথে আরও ১-২ জন সহযোগী হিসেবে মোট ১২-১৩ হাজার লোকের ঢাকায় আসা যাওয়া কমেছে।

বিদেশের শ্রমবাজারে বিশেষতঃ মধ্যপ্রচ্যের দেশগুলোতে "ফ্রি ভিসা" নামে একটা "ভিসা"র কথা প্রচালিত আছে। এ ক্ষেত্রে কর্মীকে বলা হয় যে তার কোন মালিকের অধীনে কাজ করতে হবেনা। সে ইচ্ছেমত কাজ খুজে নেবে। তাদের আয়ও প্রচলিত বেতনের চেয়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ হবে বলে লোভ দেখানো হয়। অনেকেই এ প্রলোভনে মোহিত হয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন বিদেশে, কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ নিজের আত্মীয় বা প্রতিবেশীরা যারা বিদেশে আছেন তারাই এ ধরণের ভিসা সংগ্রহ করে থাকে। আসলে "ফ্রি-ভিসা" বলে কিছু নেই। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা। তথাকথিত ফ্রি ভিসায় গমন করে নিজে নিজে কাজ জোগাড় করে নেয়া খুবই কঠিন এবং এতে আয় যা বলে দেয়া হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক কম। তাই অনেকেই এ ধরণের আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছে; আবার প্রত্যাশিত আয় করতে গিয়ে অনেকের নাভিশ্বাস উঠে পড়ছে। তাই এ ধরণের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাকরীর বিষয় নিশ্চিত না হয়ে "ফ্রি ভিসা"র আকর্ষণীয় ফাঁদে পা দেয়া উচিত না। সঠিক তথ্যাদি জানার জন্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো আর তার অধীনে ৪২টি জেলায় অবস্থিত জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস তো আছেই।

অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন অভিবসন ব্যয় হ্রাস করা। বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা বিদেশে যাবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, এমনকি দরিদ্র গোষ্ঠির লোকও। তাইএ অর্থ যোগাড় করতে অনেকে ভিটে, মাটি বা জমি বিক্রী, উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ,এমনকি যৌতুকের আশ্রয়ও নিচ্ছে। যা পরবর্তীতে আরও দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং সৃষ্টি করে সামাজিক সমস্যা। অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং দালালের দৌরাত্ম কমানোর জন্য সরকার টাস্ক ফোর্স গঠণ, মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা, মোবাইল কোর্ট অভিযান, ইত্যাদি কাজ করছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কর্মীদের সচেতনতা বাড়ানো। কর্মী যেন সঠিক পদ্ধতিতে সকল কিছু জেনে বুঝে বিদেশ যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে অভিবাসনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে সতর্কতা প্রয়োজন। অভিবাসন ব্যয় বৃদ্ধির আর একটি অন্যতম কারন এ প্রক্রিয়ার মাঝে মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের প্রকৃষ্ট উপস্থিতি। তাদের দৌরাত্ম কর্মীদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। দালালদের অবস্থান দেশেও আছে, বিদেশেও আছে। উভয় দিকে তাদের লাভের অংশ যোগ করে কর্মীদের কাছ থেকে অধিক হারে অর্থ আদায় করা হয়।

অভিবাসন প্রত্যাশী কর্মীরা যদি এ বিষয়টি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে অভিবাসন সঠিক সুন্দর ও নিরাপদ হবে। দেশে কর্মসংস্থানের স্বল্পতা থাকায় আর সামাজিক জীবনমান উন্নতির আশায় বিদেশ যাবার প্রবণতা বেশী থাকা স্বাভাবিক কিন্তু তাহতে হবে অর্থবহ, নিয়মিত ও নিরাপদ।